

50024 - রমযান মাসে ও অন্য যে কোন মাসে ইতিকার করা যেতে পার

প্রশ্ন

ইতিকার কি যে কোন সময় অনুষ্ঠিত হতে পারে; নাকি রমযান ছাড়া ইতিকার করা যায় না?

প্রিয় উত্তর

বছরের যে কোন সময় ইতিকার করা সুন্নত; সেটা রমযানের মধ্যে হোক অথবা রমযানের বাইরে হোক। এর পক্ষে দলিল পাওয়া যায়, ইতিকার সংক্রান্ত সাধারণ দলিলগুলো থেকে; যেগুলো রমযান মাস ও অন্য যে কোন মাসকে शामिल করে। দেখুন [48999](#) নং ফতোয়া।

ইমাম নববী আল-মাজমু গ্রন্থে (৬/৫০১) বলেন:

ইতিকার একটি সুন্নত ইবাদত। যা ইজমার মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে। অনুরূপভাবে ইজমার মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে যে, শুধুমাত্র মান্নতের কারণে ইতিকার ফরজ হতে পারে। বেশি বেশি ইতিকার করা মুস্তাহাব। রমযানের শেষ দশদিন ইতিকার করা মুস্তাহাব; এ সময়ে এর মুস্তাহাব হওয়াটা আরও জোরদার হয়।

তিনি আরও (৬/৫১৪) বলেন:

সর্বোত্তম ইতিকার হলো- রোযার সাথে যে ইতিকার; রমযান মাসের ইতিকার; রমযানের শেষ দশদিনের ইতিকার। সমাপ্ত

আলবানি তাঁর 'কিয়ামু রমযান' গ্রন্থে বলেন:

ইতিকার রমযানে ও রমযানের বাইরে বছরের যে কোন সময় পালন করা সুন্নত। এ বিষয়ে দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: “যখন তোমরা মসজিদে ইতিকার করত থাক”। এছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইতিকারের ব্যাপারে সহিহ হাদিস বর্ণিত হয়েছে এবং সলফে সালেহীনদের থেকে মুতাওয়াতির রেওয়ায়েত এসেছে।

উমর (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছেন, জাহেলী যুগে আমি মান্নত করেছিলাম যে, মসজিদে হারামে এক রাত্রি ইতিকার করব? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: সুতরাং তোমার মান্নত পূর্ণ কর। ফলে তিনি এক রাত ইতিকার করলেন। [বুখারি ও মুসলিম]

আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদিসের ভিত্তিতে রমযানে ইতিকার পালনের বিধান জোরদার হয়; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি রমযান মাসে দশদিন ইতিকার করতেন। যে বছর তিনি মারা যান সে বছর বিশদিন ইতিকার করেন। [সহিহ বুখারি]

রমযানের শেষ দশদিন ইতিকাফ করা সর্বোত্তম ইতিকাফ। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মৃত্যু অবধি রমযানের শেষ দশদিন ইতিকাফ করেছেন। [সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম, সংক্ষেপিত ও সংকলিত]

শাইখ বিন বায তাঁর ফতোয়াসমগ্র (১৫/৪৩৭) তে বলেন:

সন্দেহ নেই যে, মসজিদে ইতিকাফ করা একটি ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম। রমযানে এ ইবাদত পালন করা অন্য সময় পালন করার চেয়ে উত্তম। এটি রমযানে ও রমযানের বাইরে পালন করা যেতে পারে। [সংক্ষেপিত]

দেখুন: ড. খালেদ আল-মুশাইকিহ এর ফিকহুল ইতিকাফ, পৃষ্ঠা-৪১।